VIDYASAGAR UNIVERSITY

NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE

BENGALI PROJECT

SEMESTER - IV

PAPER - SEC

প্রকল্পের বিষয় ~ বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

NAME ~ SHILPA PATRA
ROLL ~ 1114131 NO ~ 210032
REGISTRATION NO ~ VU211023712
SESSION ~ 2021-2022
YEAR ~ 2023

Department of Bengali

Nayagram Pandit Raghunath Murmu Government College

Baligeria, Nayagram, Jhargram-721125

Email: principal2014nprmgc@gmail.com / ncd2014oic@gmail.com
Website: https://nayagramprmgovtcollege.ac.in/

Nayagram P.R.M Govt. College * Baligeria, Jhargram * Govt. of W.B.

Date: 05/09/2023

CERTIFICATE FOR COMPLETING PROJECT WORK

This is certified that ......Shilpa Patra......

of ......Semester-IV......

bearing Roll No. ......1114131 - 210032...... has successfully

completed the Project Report on ***"বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"*** as a part of the 4th Semester Hons. SEC-2 under CBCS system of Vidyasagar University.

Animesh Kundu.
Supervisor
Department of Bengali
Nayagram PRM Govt College

Officer in Charge
Nayagram PRM Govt College

PRINCIPAL / OFFICER-IN-CHARGE
NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE
BALIGERIA, NAYAGRAM, JHARGRAM
WEST BENGAL, 721125

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১. ভূমিকা।	১
২. বাংলা গদ্যচর্চার সূচনালগ্ন।	২
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	
i) জন্ম পরিচয়।	৩
ii) বাংলা গদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগরের অবদান।	৪-৭
iii) বিদ্যাসাগর উত্তর গদ্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	৮
iv) গৃহীত সিদ্ধান্ত।	৯
v) গ্রন্থপঞ্জি।	১০
vi) কৃতজ্ঞতা স্বীকার।	১১

~: বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :~

ভূমিকা:- ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তার। তিনি প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই, তাকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রচনা করেছেন যুগান্তকারী শিশুপাঠ্যপুস্তক বর্ণপরিচয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা। নারীমুক্তির আন্দোলনেও তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক ও বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তার অক্লান্ত সংগ্রাম আজও স্মরিত হয় যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বাংলা নবজাগরণের এই প্ররেধা ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন 'দয়ার সাগর' নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িতে কখনোই তার দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। এমনি নিজের চরম অর্থসঙ্কটের সময়ও তিনি ঋণ নিয়ে পরোপকার করেছেন। তার পিতামাতার প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্র বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদম ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।

বাঙালি সমাজের বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে তার স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানী কলকাতার আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিদ্যাসাগর সেতু তারই নামে উৎসর্গিত। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিবিসি বাংলা কর্তৃক পরিচালিত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির মধ্যে অষ্টম স্থান লাভ করেন।

বাংলা গদ্যচর্চার সূচনালগ্ন :~

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক গদ্যকার মনে করা হয়, যদিও তত্ত্বগতভাবে গদ্যের জনক তিনি নন, কারণ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তার আগমনের বহুপূর্বেই গদ্যরচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু সেইসব গদ্য ছিল শিল্পগুণবর্জিত নীরস এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন বাক্যসমষ্টি। বিদ্যাসাগর সর্ব প্রথম বাংলা সাধু গদ্যের একটি মান্য ধ্রুবক নির্দেশনা করেন, প্রয়োজনবোধে সেই গদ্যে চলিত ভাষার গতিশীলতা যুক্ত করেন। কল্পনা ও স্বকীয় পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে যে গদ্যভাষার জন্ম তিনি দেন, তা ছিল সরস, সুমধুর, সুশ্রাব্য, ছন্দময় ও গতিশীল, এই অর্থে তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের জন্মদাতা। তিনি বাংলা আধুনিক গদ্যের জনক।

মান্য সাধু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপটি ঠিক কিরকম হতে পারে, তার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনূদিত বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনাগুলিতে। ১৮৫৪ সালে শকুন্তলা ও ১৮৬০ সালে সীতার বনবাস গ্রন্থে তার বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব ; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত ; আর নব যৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের ভাষা আলালি ভাষার মতো ফারসি শব্দবহুল নয়, আবার হুতোমি ভাষার অশ্লীলতা দোষ থেকেও মুক্ত। বরং স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর্যবান অথচ সবল বাংলা চলিত গদ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, তারই পূর্বসূরী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :~

জন্ম-পরিচয় :- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করলেও, নিজের শিক্ষা, সংস্কার, আন্তরিকতা, দয়ালুতা, নিয়ম, নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের কাছে জনপ্রিয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী।

ঈশ্বরচন্দ্রের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু তিনি নামের পাশে লিখতেন 'শর্মা' প্রাচীনকালে ব্রাহ্মনের নামের শেষে শর্মা ব্যবহৃত হত। আর তাই তিনি এটা ব্যবহার করতেন।

তিনি ছোটো থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। চার বছর নয় মাস বয়সে ঠাকুরদাস বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু সনাতন বিশ্বাস বিদ্যাদানের চেয়ে শাস্তিদানেই অধিক আনন্দ পেতেন। সেই কারণে রামজয় তর্কভূষণের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক উৎসাহী যুবক বীরসিংহ গ্রামে একটি নতুন পাঠশালা স্থাপন করেন। আট বছর বয়সে এই পাঠশালায় ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। তার চোখে কালীকান্ত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। কালীকান্তের পাঠশালায় তিনি সেকালের প্রচলিত বাংলা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে মাইলফলকে ইংরেজি সংখ্যাগুলি দেখে তিনি সেগুলি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত করেছিলেন। এরপর কলকাতায় গিয়ে বড়বাজার অঞ্চলের বিখ্যাত সিংহ পরিবারে থাকতে শুরু করেন। এই পরিবারের কর্তা তখন জগদ্দুর্লভ সিংহ। ১৮২৯ সালের ১ জুন কলকাতার গভর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেনীতে ভর্তি হন। এরপর ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষা উঠিয়ে দেওয়ায় অলংকার শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনের উপর অগাধ জ্ঞান থাকায় তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বাংলা গদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগরের অবদান :~

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক গদ্যকার মনে করা হয়। যদিও তত্ত্বগত ভাবে বাংলা গদ্যের জনক তিনি নন। কারণ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তার আগমনের বহুপূর্বেই গদ্যরচনা-র সূত্রপাত ঘটেছিল, কিন্তু সেইসব গদ্য ছিল শিল্পগুণবিবর্জিত নীরস এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন বাক্যসমষ্টি। বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা সাধু গদ্যের একটি মান্য স্তবক নির্দেশনা করেন। প্রয়োজনবোধে গদ্যে চলিত ভাষার গতিশীলতাও যুক্ত করেন। কল্পনা ও স্বকীয় পান্ডি-ত্যের সংমিশ্রণে যে গদ্যভাষার জন্ম তিনি দেন, তা ছিল সরস, সুমধুর, সুশ্রাব্য, ছন্দোময় ও গতিশীল। এই অর্থে তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যে-র নব জন্মদাতা। তিনি বাংলা আধুনিক গদ্যের জনক।

মান্য সাধু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপটি ঠিক কিরকম হতে পারে তার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনূদিত বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনাগুলিতে। ১৮৫৪ সালে শকুন্তলা ও ১৮৬০ সালে সীতার বনবাস গ্রন্থে তার সেই বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাবে ;

"শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব ; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত ; আর, নব যৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। (শকুন্তলা, প্রথম পরি-চ্ছেদ)"

"লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য। এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর মন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকা প্র-দেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। (সীতার বনবাস; প্রথম পরিচ্ছেদ, আলেখ্যদর্শন)"

এই চিত্ররূপময়, কাব্যিক ও অলংকার বহুল গদ্যভাষায় পাশাপাশি প্রয়োজন বোধে বিদ্যাসাগরকে লৌকিক ভাষার আদর্শে দ্রুতগামী ও শ্লেষাত্মক গদ্যরচনা করতেও দেখা যায়। জীবনের শেষ পর্বে রচিত ব্রজবিলাস তার একটি উদাহরণ :

"এই কয় প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, বিদ্যারত্ন ও কপিরত্ন, উভয় খুড় মহাশয়ের সঙ্গে, নানা রঙ্গে, হুড়াহুড়ি ও গুঁতোগুঁতি আরম্ভ করিব। প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হাস্যাম ও যেমনাৎ উপস্থিত করিবেক এমন হলে উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই ভাবিয়া, চলাকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া, বসিয়া থাকিলে আমি ছাড়িব না। (ব্রজবিলাস)

এই ভাষা আলালি ভাষার মতো ফারসি শব্দবহুল নয়, আবার হুতোমি ভাষার অশ্লীলতা দোষ থেকেও মুক্ত। বরং স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর্যবান অথচ সরস বাংলা চলিত গদ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, তারই পূর্বসূরী।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অসামান্য দখল ছিল। আবার নিজে চেষ্টায় ইংরেজি শিখে সেই ভাষার সাহিত্যের সঙ্গেও সম্যক পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। সংস্কৃত শব্দ ও পদবিন্যাসের শ্রুতিমাধুর্য ও গাম্ভীর্যকেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন বাংলা গদ্যে; দুর্বোধ্যতা বা দুরূহতাকে নয়। অন্যদিকে কাব্যিক ছন্দোময়তায় গদ্যকে দিয়েছিলেন এক ললিত সুডৌল রূপ। গ্রহণ-বর্জনের যে অসামান্য ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল, তার মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক গদ্যের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারিক গদ্য ও সমকালীন সংবাদপত্রগুলির নিকৃষ্ট গদ্যনমুনা সব থেকেই ছেঁকে নিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সাহিত্যগুণ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে যতিচিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে কালান্তর সূচনা করতেও পিছপা হয়নি তিনি। নিছক ব্যবহারিক বাংলা গদ্যকে তিনি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক গদ্যভাষায় বিবর্তিত করতে তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন,
"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করিয়াছিলেন।" বিদ্যাসাগরের রচনাবলিকে অনুবাদ মূলক এবং মৌলিক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক) অনুবাদমূলক রচনা :~

- **হিন্দি থেকে বাংলা :**

বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭; লল্লুলাল কৃত বেতাল পচ্চীসী অবলম্বনে)

- **সংস্কৃত থেকে বাংলা :**

১. শকুন্তলা (ডিসেম্বর, ১৮৫৪; কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাম্ অবলম্বনে)
২. সীতার বনবাস (১৮৬০) ভবভূতির উত্তররাম চরিতম্ নাটকের আখ্যান বস্তু।
৩. মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০; ব্যাসদেব মূল মহাভারত এর উপক্রমণিকা অংশ অবলম্বনে)
৪. বামনাখ্যানম্ (১৮৭৩; মধুসূদনের তর্কপঞ্চানন রচিত ১১৭টি শ্লোকের অনুবাদ।

- **ইংরেজী থেকে বাংলা :**

১. বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮; মার্শম্যান কৃত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল অবলম্বনে রচিত)।
২. জীবনচরিত (১৮৪৯; চেম্বার্সের বায়োগ্রাফিজ অবলম্বনে রচিত)
৩. নীতিবোধ (প্রথম সাতটি প্রস্তাব- ১৮৫১; রবার্ট ওউইলিয়াম চেম্বার্সের মরাল ক্লাস বুক অবলম্বনে রচিত)।
৪. বোধোদয় (১৮৫১; চেম্বার্সের রুডিমেন্টস অফ নলেজ অবলম্বনে রচিত)
৫. কথামালা (১৮৫৬; ঈশপস ফেবলস অবলম্বনে রচিত।)
৬. চরিতাবলী (১৮৫৭; বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধিত অবলম্বনে হয়।
৭. ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯; শেক্সপিয়রের কমেডি অফ এররস অবলম্বনে রচিত।

খ) মৌলিক রচনা :~

১. সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)।
২. বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)
৩. বহুবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (প্রথমখন্ড ১৮৭১, ২য় খন্ড ১৮৭৩)।
৪. 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল' দুখানা প্রস্তক(এবং বিধবা বিবাহ বিরোধী পন্ডিতদের প্রতিবাদের উত্তরে (কস্য চিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে।
৫. ব্রজবিলাস, যজ্ঞবিঘ্নিত অপূর্ব্ব মহাকাব্য (নভেম্বর, ১৮৮৪) — "কবি - কুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" ছদ্মনামে রচিত। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের রচনার প্রত্যুত্তরে লিখিত হয়।
৬. রত্নপরীক্ষা। (১৮৮৬)
৭. প্রভাবতী সম্ভাষন (সম্ভবত ১৮৬৩)।
৮. জীবন-চরিত (১৮৯১; মরণোত্তর প্রকাশিত)।
৯. নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮),
১০. অন্নদামঙ্গলে (১৮৪৭)।
১১. সর্বদর্শনসংগ্রহ (১৮৫৩ – ৫৮),
১২. শিশুপালবধ (১৮৫৩),
১৩. কুমারসম্ভবম্ (১৮৬২),
১৪. কাদম্বরী (১৮৬২),
১৫. বাল্মিকি রামায়ন (১৮৬২),
১৬. রঘুবংশম্ (১৮৫৩),
১৭. মেঘদূতম্ (১৮৬৯),
১৮. উত্তরচরিতম্ (১৮৭২),
১৯. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১)
২০. হর্ষচরিতম্ (১৮৮৩), প্রভৃতি।

বিদ্যাসাগরের উত্তর গদ্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :~

বিদ্যাসাগর উত্তর বাংলা গদ্যচর্চায় ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান - অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিম চন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্নসিংহ বাংলা গদ্যে ভাব গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে মুখের সহজ সরল ভাষাকে সামিল করার চেষ্টা করেছেন। ফলে সে ভাষা আরও সজীব ও প্রানবন্ত হয়েছে। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' কথ্যগদ্যের ব্যবহারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আরো পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা গম্ভীর অথচ সরল গদ্যচর্চা, বিবেকানন্দের সরল গদ্যচর্চায় বাংলা গদ্য সাহিত্যমূলক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত :-

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অক্ষয় নাম। বাংলা গদ্যের বিকাশ ও বৈচিত্র্যসাধনে তার ভূমিকা অবিসংবাদিত। প্রাথমিকভাবে জড়তা গ্রস্থ বাংলা গদ্যকে সজীব, ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে তার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য, তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তী প্রায় শতাধিক বছর বাংলা গদ্যের চর্চা ঘটেছিল। বাংলা গদ্যের মধ্যে ছেদ ও যতি চিহ্নের সুষ্ঠ প্রয়োগ করে তাতে শিল্পবয়স দান করেন। তিনি প্রকৃত অর্থেই বাংলা গদ্যকে প্রমথিত করে তোলেন। মৌলিক রচনায়, অনুবাদকর্মে এমনকি শিশুপাঠ্য রচনাতেও তার সজীব, শিল্পগুণ সম্পন্ন গদ্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন —

"বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী" একথা আমরা বাংলা গদ্যের প্রকৃত জন্মদাতা হলেন — বিদ্যাসাগর॥"

গ্রন্থপঞ্জি :-

আলোচ্য 'বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা' সম্পর্কীয় প্রোজেক্ট নির্মাণে যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সূত্র গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

- 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' — অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়।
- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' — ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
- 'বাংলা গদ্য ও বিদ্যাসাগর' — [illegible] গুপ্ত।

এছাড়াও বিভাগীয় অধ্যাপকদের মূল্যবান তথ্যপঞ্জী সরবরাহ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :~

বাংলা প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্যে আমি আমার শিক্ষক শ্রী অনিমেষ কুন্ডু ও শ্রী খোকন বর্মন মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ ওনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবহারিক প্রকল্পটি সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ধন্যবাদ জানাই মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মহাশয়াকে তার সহায়তার জন্যে। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য আমার সকল সহপাঠীদের ধন্যবাদ জানাই।

অরূপ সিং
22/03/26

শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিল্পা পাত্র

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

VIDYASAGAR UNIVERSITY

NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE

BENGALI PROJECT

SEMISTER - IV

প্রকল্পের বিষয় – বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

NAME – LAXMIPRIYA RAJ

ROLL – 1114131 NO – 210014

REGISTRATION – VU211023612

SESSION – 2021 – 2022

YEAR - 2023

Nayagram P.R.M. Govt. College
Govt. of W.B.
Baligeria, Nayagram

Department of Bengali
Nayagram Pandit Raghunath Murmu Government College
Baligeria, Nayagram, Jhargram-721125
Email: principal2014nprmgc@gmail.com / ncd2014oic@gmail.com
Website: https://nayagramprmgovtcollege.ac.in/

Date: 05/09/2023

CERTIFICATE FOR COMPLETING PROJECT WORK

This is certified that ....Laxmipriya Raj........

of ....Semester -IV........

bearing Roll No. ....1114131 - 210014.... has successfully completed the Project Report on ***"বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"*** as a part of the 4th Semester Hons. SEC-2 under CBCS system of Vidyasagar University.

Animesh Kundu.
Supervisor
Department of Bengali
Nayagram PRM Govt College

Officer in Charge
Nayagram PRM Govt College

PRINCIPAL / OFFICER-IN-CHARGE
NAYAGRAM P.R.M. GOVT. COLLEGE
BALIGERIA, NAYAGRAM, JHARGRAM
WEST BENGAL, 721125

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. ভূমিকা	১
২. বাংলা গদ্যচর্চার সূচনালগ্ন	১-২
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২
(i) পরিচয়	২
(ii) অনুবাদমূলক রচনা	২
(iii) মৌলিক রচনা	৩
(iv) বাংলা গদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগরের অবদান	৩-৪
(v) বিদ্যাসাগর-উত্তর গদ্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪-৫
(vi) গৃহীত সিদ্ধান্ত	৫
(vii) গ্রন্থপঞ্জি	৬

বিষয়ঃ বাংলা গদ্যচর্চা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১. **ভূমিকা** ঃ উনবিংশ শতকের গোড়ায় গদ্যচর্চার যে সূচনা হয়েছিল, আজকের দিনে এসে তা শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। চর্যাপদের যুগ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে শুধু-মাত্র পদ্যের বর্ধিষ্ণু অবস্থা ছিল; কিন্তু ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরাই মূলতঃ পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনে গদ্য সাহিত্যের সূচনা করেন এবং পরবর্তীতে স্কুল-কলেজ সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সাহিত্য-মাধ্যম রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

২. **বাংলা গদ্যচর্চার সূচনা লগ্ন** ঃ লর্ড ওয়েলেসলীর প্রচেষ্টায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী-দের এদেশীয় ভাষা, রীতি-নীতি, শিক্ষা দেবার জন্য। তাদের সেজন্যই পাঠ্য হিসেবে গদ্য পুস্তকের প্রয়োজন পড়ে। সেই সূত্রেই উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখো: প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যচর্চার সূচনা হয়। যদিও এঁদের কৃত গদ্য-গ্রন্থসমূহে ভাষার আড়ষ্টতা ছিল, শৃঙ্খলা-পারিপাট্য তেমন একটা ছিল না। এর পর রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাংলা গদ্য একটা শৃঙ্খলিত রূপ পায়। তারো কিছু

— ফলে পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য শিল্প সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে।

৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও লেখক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছিল, সেই সূতিকাগার থেকে তাকে তুলে এনে যত্নে যারা লালিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে '**বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী**' আখ্যা দেন।

বাংলা গদ্যের যে রূপমূর্তি রামমোহন নির্মাণ করে ছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে সুশৃঙ্খল, প্রবহমানতা ও লালিত্য দান করে সজীব, গতিময়, শিল্পসম্মত, সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষায় অভিষিক্ত করেন। গদ্য নির্বন্ধের মধ্যে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

(i) **পরিচয়** : তিনি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী।

(ii) **অনুবাদমূলক রচনা** : অনুবাদমূলক রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মূলত: হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। এই শ্রেণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল — **বেতাল পঞ্চবিংশতি** (১৮৪৭), **বাঙ্গালার ইতিহাস** (১৮৪৮), **শকুন্তলা** (১৮৫৪), **কথামালা** (১৮৫৬), **সীতার বনবাস** (১৮৬০), **ভ্রান্তিবিলাস** ইত্যাদি।

(iii) **মৌলিক রচনা** : বিদ্যাসাগর রচিত মৌলিক রচনাগুলি হল — 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৫৫) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১, ৭৩), 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪), 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) ইত্যাদি।

(iv) **বাংলা গদ্য চর্চায় বিদ্যাসাগরের অবদান** :

শুধুমাত্র সমাজসংস্কারক বা শিক্ষাবিস্তারই নয়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। রামমোহন যদি বাংলা গদ্য ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে থাকেন তবে তাতে শিল্পগুণ সঞ্চার করেছেন বিদ্যাসাগর। তিনিই বাংলা গদ্যে প্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য — "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী"।

এখন আমরা বিদ্যাসাগরের অবদান সূত্রাকারে আলোচনা করতে পারি —

(i) বাংলা গদ্যের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে নতুন নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্যের কাঠামো নির্মাণে যারা দায়ী থাকুক না কেন, এর 'শ্রী' ও 'হ্রী' বিদ্যাসাগরেরই দান।

(ii) তিনি বাংলা গদ্যকে একটি সামগ্রীক রূপ দান করেন।

(iii) বাংলা গদ্যের গঠন কাঠামোয় সবরকম ভাবের প্রকাশ বিদ্যাসাগরের হাতেই সর্বপ্রথম ঘটেছিল।

(iv) বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে ছেদ ও যতি চিহ্ন ব্যবহার করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দবিন্যাস করে নিয়মের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। তাঁর পরিকল্পিত সাধু ভাষাই প্রায় শতাধিক বছর ধরে বাঙালীর লেখনীর মুখে ভাষা জুগিয়েছে।

(v) বাক্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক ক্রম (Form) রক্ষা করেছেন। বাক্য দৈর্ঘ্যের সমতা এবং ভাব-অনুযায়ী ভারসাম্য যুক্ত বাক্য রচনায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(vi) আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় -তার সূচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি আধুনিক কালের মানসিকতাকে যুক্ত / মুক্ত করেছেন।

(vii) বিদ্যাসাগরই দেখালেন পদ্যের মতো গদ্যেরও ছন্দ আছে। শব্দগুলি পারস্পরিক জুড়ে যে ঝংকার তোলে তা তিনিই প্রথম প্রতিপন্ন করলেন।

(V) বিদ্যাসাগর-উত্তর গদ্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

বিদ্যাসাগর-উত্তর বাংলা গদ্যচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান - অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ প্রমুখ গদ্যশিল্পী। অক্ষয়কুমার মূলত: পাঠ্যপুস্তক ধর্মী গদ্যচর্চা করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা গদ্যে ভাব-গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে মুখের সহজ-সরল ভাষাকে সামিল করার চেষ্টা করেছেন। ফলে সেই ভাষা অনেক সজীব ও প্রাণবন্ত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন

সুতরাং পাঁচালি লেখক, বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কথ্যগদ্যের ব্যবহারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আবার পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের অতুল-গাম্ভীর্য অথচ সরল গদ্যচর্চা; বিবেকানন্দের সরস গদ্যচর্চায় বাংলাগদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

(vi) **গৃহীত সিদ্ধান্ত** ঃ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অবিস্মরণীয় নাম। বাংলা গদ্যের বিকাশে ও বৈচিত্র্যসাধনে তাঁর ভূমিকা অবিসংবাদিত। প্রাথমিক ভাবে জড় অবস্থা থেকে বাংলা গদ্যকে সজীব ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান শ্রেষ্ঠ রূপে সর্বজন স্মরণযোগ্য। তাঁর অনুসরণ করেই পরবর্তী প্রায় অর্ধশতক বছর বাংলা গদ্যের চর্চা ঘটেছিল। বাংলা গদ্যের মধ্যে ছেদ ও যতি চিহ্নের সুষম প্রয়োগ করে তাতে শিল্পরস দান করে তিনি প্রকৃত অর্থেই বাংলা গদ্যকে শ্রীমন্ডিত করে তোলেন। মৌলিক রচনা, অনুবাদকর্ম, এমনকি শিশুপাঠ্য রচনাতেও তাঁর সজীব শিল্পগুণ সম্পন্ন গদ্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন — "বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী"। একথায় আমরাও নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারি যে — বাংলা গদ্যের প্রকৃত জন্মদাতা হলেন — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(vii) গ্রন্থ প্রাপ্তি : আলোচ্য 'বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা', সামরকীয় প্রোজেক্ট নির্মাণে যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সূত্র গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ —

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' — অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' — ভূদেব মুখোপাধ্যায়

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' — সুকুমার সেন।

— এছাড়া ও বিভাগীয় অধ্যাপকদের মূল্যবান তথ্যপত্রী সরবরাহ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রকল্প রূপায়নের সম্পর্কে কোনরূপ প্রাথমিক ধারনা না থাকলে ও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মন্ডলীগন মাননীয় অনিমেষ কুন্ডু, খোকন বর্মন মহাশয়দের কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ পাওয়ায় এই কাজে আমি অনুপ্রানিত হই এবং সফলতার সাথে কাজটি সম্পূর্ন করি। এর জন্য আমি ওনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ, সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছে।

লক্ষ্মীপ্রিয়া রায়

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

তারিখ— ২২/০২/2026

অরূপ [illegible]
২২/০২/২৬

শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ—

समाप्त